

কায়েদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

ইসরাইলের সাথে যায়নবাদী আরবদের সম্পর্ক সহজিকরণের ব্যাপারে বিবৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তার মহান গ্রন্থে বলেন,

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيْتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾

“সেসব মুনাফেককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক
আযাব। (১৩৮) যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয়
এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই
জন্য। (১৩৯)” (সূরা নিসা ৪: ১৩৮-১৩৯)

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার, সাহাবায়ে
কেরাম ও কিয়ামত পর্যন্ত তার সকল অনুসারীদের উপর।

আরব উপদ্বীপের শাসকদের দ্বারা ফিলিস্তিন সম্পূর্ণ বিক্রয় হয়ে যাওয়া এবং জেরুজালেম ও
মসজিদুল আকসা (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেরাজের রাত্রিতে যাত্রা শুরুর
স্থান) দখলকারী ইহুদিবাদী রাষ্ট্রের সাথে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক
সম্পর্ক নিয়মিতকরণ – এখন আর কাউকে অবাক করে না। আরব বিশ্বের শাসকদের নিকট
থেকে এমনটাই আশা করা হচ্ছিল, কেননা আরব উপদ্বীপে ক্রুসেডারদের নেতৃত্ব তারাই
দিয়েছে। তাদের ক্রুসেডার প্রভু – ট্রাম্প, তাদের বিশ্বাসঘাতকতাকে প্রকাশ করে দিয়েছে।

এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। ইতিহাস সাক্ষী - নিজ ধর্ম, নিজ জনগণ ও নিজেদের
ভূমির সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারীরা - এই একই ধারা অনুসরণ করে আসছে।

প্রকৃতপক্ষে, এটা বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত যে, ট্রাম্প তথাকথিত সৌদ রাজপরিবার,
খলিফা পরিবার ও যায়েদ পরিবারের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে। এরা নিজেদেরকে পবিত্র
ভূমির রক্ষাকর্তা দাবি করে মুসলিম উম্মাহকে দীর্ঘকাল যাবত প্রতারণা করে আসছিল। ট্রাম্প

কায়েদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

ইসরাইলের সাথে যায়নবাদী আরবদের সম্পর্ক সহজিকরণের ব্যাপারে বিবৃতি

তাদের এই মিথ্যা মুখোশ খুলে দিয়েছে। তাদের বিশ্বাসঘাতকতা এখন আর কোনও গোপন বিষয় নয়।

আজ প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারছে যে, উপসাগরীয় অঞ্চলের শাসকরা তাদের ক্রুসেডার প্রভুদের একান্ত অনুগত গোলাম, এবং এরাই তথাকথিত ‘শতাব্দীর চুক্তি’ বাস্তবায়নের পথ সুগম করে দিয়েছে। একইভাবে, সম্পর্কের নিয়মিতকরণের ঘোষণাটি একটি চলমান প্রজেক্টের অগ্রণী ধাপ মাত্র। এই প্রজেক্ট নিয়ে কয়েক দশক যাবত উপসাগরীয় অঞ্চলের যায়নবাদী শাসকরা তাদের ইহুদি প্রভুদের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এসব কিছু হল বৃহত্তর ইসরাইল তৈরির কর্মসূচির অংশ, যা সম্পর্কে বেন গুরিয়ন তার বিখ্যাত বক্তব্যে বলেছিল,

“সমস্ত ইহুদি জনগণ তাদের পূর্বপুরুষদের ভূমি (নীলনদ থেকে ফুরাত নদী)তে ফিরে আসবে”

আরব উপদ্বীপে ক্রুসেডার সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি, জিহাদ ও মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচার, মুজাহিদিনদের অন্যায়ভাবে হত্যা, হকপন্থী আলেমদের কারাবন্দীকরণ ও চূপ করে দেয়া, মুনাফিক মিথ্যুক আলেমদের সমর্থন দিয়ে সামনের সাড়িতে নিয়ে আসা ও তাদেরকে মসজিদের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া, রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে উপহাসকারী ক্রুসেডারদের পতাকাবাহী ম্যাক্রোনের সাথে তাদের গোপন সম্পর্ক, ইসলামের বিরুদ্ধের খোলাখুলি যুদ্ধের ঘোষণা, ইসলামি শিক্ষা কাঠামোতে দুর্নীতি প্রবেশ করানো এবং প্রোপাগান্ডা চালিয়ে ইসলামিক বিষয়াবলীর প্রকৃত রূপ পরিবর্তন করে ফেলা – বেন গুরিয়নের বক্তব্য বাস্তবায়ন কর্মসূচির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এটা ইহুদি ও তাদের সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কৌশলের অংশ। যেটাকে তারা শক্তিবৃদ্ধি বলে ভাবছে আদতে সেটা তাদের জন্য একটি ফাঁদ, যেটাতে তারা অনিচ্ছাকৃতভাবে নিজেদেরকে আটকে ফেলেছে। ইহুদিরা এই অসম্মানজনক চুক্তি এমন

কায়দাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

ইসরাইলের সাথে যায়নবাদী আরবদের সম্পর্ক সহজিকরণের ব্যাপারে বিবৃতি

একদল প্রতারণাদের সাথে করেছে যারা পূর্ব থেকেই ইহুদি ক্রুসেডার জোটের একান্ত অনুগত বলে পরিচিত।

মুসলিম উম্মাহর আন্তরিক সন্তানরা এবং সাধারণ জনগণ ইহুদিদের প্রতি তাদের শত্রুতা বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করেনি। মুরতাদ শাসকদের প্রতারণা ও তাদের পুতুল সাম্রাজ্য সাধারণ মুসলমানদের ইহুদিদের প্রতি শত্রুতাতে কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি।

ফিলিস্তিন নিয়ে সমস্যা সমগ্র উম্মাহর সমস্যা। আরব, অনারব সকলের সমস্যা। ফিলিস্তিন মুসলিমদের ভূমি, এটি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের মাধ্যমে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে। দখলদারদের উপর ফিলিস্তিনের ভিতর ও বাইরে থেকে আঘাত করতে হবে।

মুসলিম হিসেবে ফিলিস্তিনিরা আমাদের ভাই। তাই তাদেরকে সকল ক্ষেত্রে, সকল সম্ভাব্য উপায়ে সাহায্য করতে হবে। ইবনে যায়েদ, সালমান, মিশর এবং সুদানের সামরিক বাহিনীর প্রধানদের মত যারা ইহুদিবাদী বাহিনীর সাথে সম্পর্ক সহজিকরণের দ্বারা সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় তাদের অবস্থাও ইহুদিদের মতই হবে। মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর উত্তরসূরীদের হাতে অথবা খালিদ ইসলামবুলি এবং তার সাহসী ভাইদের উত্তরসূরীদের হাতে (আল্লাহ তাদের সকলের উপর রহমত নাজিল করুন) তাদের জীবনের অবসান হবে ইনশা আল্লাহ।

আরব উপদ্বীপে ইহুদি ও ক্রুসেডারদের পুতুল সাম্রাজ্যের শাসকদের দ্বারা সম্পর্ক সহজিকরণের এই নিন্দনীয় ঘোষণা প্রসঙ্গে, আমরা আল কায়দা সংগঠন তীব্রভাবে তিরস্কার জানাচ্ছি। আমরা খলিফা রাজপরিবারের বেদুইন শাসক, যায়েদ রাজ পরিবার এবং সৌদি রাজপরিবারের ইহুদিবাদী সদস্যদের প্রতি তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। আমরা ইহুদি জাতি এবং ক্রুসেডারদের উভয়কে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, তাদের দূতাবাস, কনসুলেট, কোম্পানি এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যরা আমাদের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে থাকবে। “জেরুজালেম কখনোই ইহুদিদের হবে না” এই অপারেশন সিরিজের অংশ হিসেবে এদের প্রত্যেকেই আমাদের টার্গেটে থাকবে ইনশা আল্লাহ।

কাযিদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

ইসরাইলের সাথে যায়নবাদী আরবদের সম্পর্ক সহজিকরণের ব্যাপারে বিবৃতি

সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে, আমরা মুসলিম উম্মাহকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ আদেশটি পূর্ণ করার আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন,

لَنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

“যদি আমি বেঁচে থাকতাম, তাহলে আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের বিতাড়িত করতাম ইনশা আল্লাহ” (মুসলিম, হাদিস নং ১৭৬৭)

আমরা মুসলিম উম্মাহর সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি,

যায়নবাদী – হোক সে ইহুদি অথবা অ-ইহুদি – এদের সকলের উপর আঘাত করুন। তারা আরব উপদ্বীপে থাকুক অথবা মুসলিম বিশেষ অন্যান্য স্থানে থাকুক – যেখানেই তাদেরকে পাওয়া যাবে সেখানেই তাদের উপর তীব্র আঘাত করুন। ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিকে ইহুদিদের দখলে নেয়ার এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সকলে রুখে দাঁড়ান। যাদের মধ্যে সমাজের অবস্থা পরিবর্তনের সম্ভাবনা ও সক্ষমতা আছে তারা এক্যবদ্ধ হয়ে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। উলামায়ে কেরাম তার ইলম দিয়ে, কবি তার কবিতা দিয়ে এবং যোদ্ধা তার তরবারি দিয়ে – এই ষড়যন্ত্র রুখতে সতর্ক হোন।

মুসলিম বিশ্বের সম্মানিত উলামায়ে কেরামের প্রতি আহ্বান,

আপনারা উম্মাহকে একত্রিত করতে এবং তাদেরকে আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে জোরদার চেষ্টা চালিয়ে যান। সারা বিশ্বে মুসলমানরা ক্রমবর্ধমান নিপীড়নের শিকার হচ্ছে, মুসলিম ভূমিগুলো গ্রাস করে ফেলা হচ্ছে। অন্যদিকে মুসলিম দেশগুলোর শাসকেরা ক্রুশের বাহক ও শয়তানের অনুগত গোলামে পরিণত হচ্ছে।

এ পরিস্থিতিতে একমাত্র হকপন্থী উলামায়ে কেরামগনই পরিবর্তন আনতে সক্ষম। পশ্চিমাদের অনুগত ও গোলাম শাসকদের বিরুদ্ধে উম্মাহকে জাগ্রত করে এই জালিমদের পুতুল সাম্রাজ্য

কাযিদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

ইসরাইলের সাথে যায়নবাদী আরবদের সম্পর্ক সহজিকরণের ব্যাপারে বিবৃতি

ভেঙ্গে দিতে হবে। মিথ্যাকে ধ্বংস করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এখনি উম্মাহকে একত্রিত করতে হবে। এই সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার পূর্বেই উলামায়ে কেরামকে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

হে আল্লাহ! আপনি দুরাচার-খবিশদের নেতা আমেরিকা ও তাদের পা-চাটা গোলাম ইহুদিদেরকে ধ্বংস করে দিন। তাদের অনুসারী চাটুকার গাদ্দার শাসকদেরকে ধ্বংস করে দিন। তাদের রাজা-বাদশাদেরকে নির্মূল করে দিন। আল্লাহ আপনি তাদেরকে হিসাব করে গুণে গুণে খতম করে দিন।

হে আল্লাহ! আপনার হাবিব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের জন্য কল্যাণকর (দ্বীনি বিষয়গুলো) সুদৃঢ় করে দিন, যাতে আপনার অনুগত বান্দারা সম্মানিত হয় এবং আপনার অবাধ্য বান্দারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়, আর আপনাকে অস্বীকারকারী কাফের গোষ্ঠী লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়।

হে আল্লাহ! (আমাদের জন্য) আপনার শত্রুদের বক্ষে আঘাত করার রাস্তা খুলে দিন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্যাহকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সাহায্য করুন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

النصر
AN-NASR



সফর ১৪৪২ হিজরী
অক্টোবর ২০২০ ইংরেজি